দৈনিক সংবাদ

27

তারিখ 13 JUL 1996
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৮

ঢাকা ভার্সিটিতে শতাধিক শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে

ভার্সিটি রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শতাধিক শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ চলতি বছর আগস্ট মাস নাগাদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে বেশকিছু শিক্ষক তাদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেছেন।

সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্র জানান, যেসব শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ এ বছর আগস্ট মাসে শেষ হচ্ছে তাদের মধ্যে ৫২ জন শিক্ষকই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত। তারা চাচ্ছেন, তাদের চাকরির মেয়াদ আরও

(৪-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটিতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পাঁচ বছর বৃদ্ধি করা হোক।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরির বয়স ৬০ বছর। কিন্তু শিক্ষকরা চাকরির বয়স ৬৫ বছর করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী করে আসছেন। কর্তৃপক্ষীয় সূত্র জানান, এ ব্যাপারে একটি প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

যেসব বিভাগের শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে সে বিভাগগুলি হচ্ছে পদার্থ বিজ্ঞানে ৫ জন, উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ৮ জন, মৃত্তিকা বিজ্ঞানে ১১ জন, প্রাণ রসায়নে ৫ জন, গণিতে ১২ জন, ভূগোলে ২ জন, ইংরেজীতে ৬ জন, অর্থনীতিতে ৯ জন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৭ জন, সমাজবিজ্ঞানে ৪ জন, ইসলামের ইতিহাসে ৪ জন, মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের ১২ জন। এছাড়া বাকী ৩০ জন শিক্ষকের চাকরি চলতি বছরের ফেব্রুয়ারীতে শেষ হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে গত ৪ মাস ধরে তারা অবসর গ্রহণ করেননি।

সূত্র জানিয়েছেন, গত পাঁচ বছরের মধ্যে এবারই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে শিক্ষকদের পেনশন বাবদ এ বছরই রেকর্ড পরিমাণ ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এদিকে সরাসরি শিক্ষক রাজনীতির সঙ্গে যেসব শিক্ষক জড়িত অথবা শিক্ষক রাজনীতি নেপথ্যে নিয়ন্ত্রণ করেন তারা চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য সিনিয়র শিক্ষকদের প্রতি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসার কথা বলেছেন।

এদিকে গত বছর বেশকিছু শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ শেষ হলে তারা তাদের মেয়াদ বৃদ্ধির কথা বললে অপেক্ষাকৃত নবীন শিক্ষকরা সিনিয়র শিক্ষকদের এই দাবী অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করে এর বিরুদ্ধে শিক্ষক মত গ্রহণের জন্য বিবৃতি প্রদান করেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন নবীন শিক্ষক এ প্রসঙ্গে বলেন, শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত সঠিক হবে না।

তিনি আরও বলেন, সিনিয়র শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হলে বিভাগের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা প্রভাষক পদে তাদের আবেদন করতে ব্যর্থ হন।

সূত্র জানিয়েছেন, এ ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন বেশকিছু বিভাগের সহযোগী, সহকারী ও প্রভাষক ক্যাটাগরীর বেশকিছু পদ দীর্ঘদিন শূন্য রয়েছে। এগুলিতে নিয়োগ প্রদানের জন্য খুব শিগগিরই আবেদনপত্র আহবান করা হবে।